চুয়াডাঙ্গায় ৭৯ হাজার টাকা সহ জামায়াত নেতা আটক

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের রিজিয়া খাতুন প্রভাতী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ৭৯ হাজার টাকা রাখার অভিযোগে জামায়াতের এক ওয়ার্ড সভাপতিকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে তাকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। আটক ব্যক্তি হলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি শরিফ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোটগ্রহণ চলাকালে কেন্দ্রের ভেতরে তার কাছে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা থাকার বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নজরে আসে। এ সময় তার কাছে থাকা ৭৯ হাজার টাকা জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে তাকে আটক করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘ঘটনা সম্পর্কে জেনেছি। ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বরতরা তাকে টাকাসহ আটক করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হস্তান্তর করেছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন ধারায় মামলা হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি।

জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের সময় ভারতের ৫০ গজ অভ্যন্তরে দুই বাংলাদেশিকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

গতকাল শনিবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিরা হলেন, জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মো. সন্তো হোসেনের ছেলে মো. রকো হোসেন (৩৫) ওরফে রকো এবং মো. খোদাবকশের (খুদু) ছেলে মো. রাশিদুল ইসলাম (৩৬) ওরফে দুলি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আটক রকো ও দুলি দু’জনই মাদক ব্যবসায়ী। তারা দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত। তারা জীবননগর উপজেলার মাধপখালী সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ভারতের বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে আটক করে।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের বরাত দিয়ে ঘটনাটি নিশ্চিত করে বিজিবির মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম পিএসসি জানান, ভারতের অভ্যন্তরে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক হওয়ার পর বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে আটক দু’জন মাদকসহ ধরা পড়ার কারণে তাদেরকে ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কোটচাঁদপুরে বিপুল পরিমাণ অ্যালকোহলসহ আটক ১

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক বিশেষ অভিযানে ১৭৪ বোতল অবৈধ অ্যালকোহলসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের মেইন

বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন তালসার রোড এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় সহকারী উপ-পরিদর্শক মোহাম্মদ সেলিম রাজা’র নেতৃত্বে একটি চৌকস দল কোটচাঁদপুর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। দুপুর অনুমান ২:০০ ঘটিকার সময় দলটি মেইন বাসস্ট্যান্ডের তালসার রোডস্থ ‘সোনালী হোমিও হল’ নামক একটি চেম্বারে তল্লাশি চালায়।

তল্লাশিকালে বড় কার্টুনের ভিতর লুকানো অবস্থায় ১৭৪ বোতল অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়। প্রতিটি বোতলের গায়ে ১০০ মিলি অ্যালকোহলের লেবেল যুক্ত ছিল। অবৈধভাবে বিক্রির উদ্দেশ্যে এসব মাদক মজুত রাখা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

অভিযান চলাকালীন মাদক কেনাবেচার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ঘটনাস্থল থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি কোটচাঁদপুর আদর্শ পাড়ার আয়নাল হকের ছেলে মোঃ আমিরুল ইসলাম।

উদ্ধারকৃত আলামত: ১৭৪ বোতল অ্যালকোহল, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৫২,০০০/- (বায়ান্ন হাজার) টাকা।

গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে উদ্ধারকৃত মাদকসহ কোটচাঁদপুর মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ২৪(খ) ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে (মামলা নং-০১, তারিখ-০৫/০২/২৬)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঝিনাইদহ জেলাকে মাদকমুক্ত করতে এই ধরনের চিরুনি অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা ও নগদ টাকা সহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে এক কেজি মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ দুইজন মাদক ব্যাবসায়ী আটক হয়েছে। সেইসাথে

মাদক বিক্রয়ের নগদ ২০,০০০/- টাকা, মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত ০১টি পাখি ভ্যান উদ্ধার করেছে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার দিবাগত রাত ১টার সময় আলমডাঙ্গা চিৎলা ইউনিয়নের হাঁপানিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মহোদয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আলমডাঙ্গা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ ওবায়দুল্লাহ আল মামুন সহ হাপানিয়া পুলিশ ক্যাম্পর সংগীয় অফিসার ফোর্সস হাপানিয়া দক্ষিনপাড়া মোঃ হাসান আলীর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে রুইতনপুর গ্রামের মতির স্ত্রী মোছাঃ হাসি খাতুন(২৭) ও মসলেম আলির ছেলে মোঃ এনামুল হক (৪০) কে গ্রেফতার করে।

তাদের কাছে ১কেজি মাদকদ্রব্য গাঁজা, মাদক বিক্রয়ের নগদ ২০,০০০/- টাকা, মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত ০১টি পাখি ভ্যান উদ্ধার করেন।

আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কালীগঞ্জে বিএনপির কার্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের মামলা: ইউপি চেয়ারম্যানসহ আটক ৬

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিএনপি’র প্রার্থী রাশেদ খানের কার্যালয়ে নির্বাচন উত্তর পর্যালোচনা সভায় দু’পক্ষের সংঘর্ষের সময়ে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

গতকাল শনিবার কালীগঞ্জ থানার এস আই জাহিদ হোসেন বাদী হয়ে এ

মামলাটি দায়ের করেন। এ ঘটনায় শনিবার বিকেলে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হলো- মহারাজ পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম, মতি মিয়া, মনিরুল ইসলাম, নুর আঙ্গির মন্ডল, পলাশ মন্ডল ও ওলাদ হোসেন। আটককৃতরা সবাই সদর উপজেলার খামারইল ও বিষয়খালী এলাকার বাসিন্দা।

মামলার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনী কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে রাশেদ খানের কার্যালয়ে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘষ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এ সময় তারা দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের ওপরও হামলা চালায়। এতে কালীগঞ্জ থানার ৩ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়। এ ঘটনার মামলায় অভিযুক্তদের আটকে পুলিশ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় বিষয়খালী বাজারে অভিযান চালিয়ে ৬ জনকে আটক করে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার্স ইনচাজ (ওসি) জেল্লাল হোসেন জানান, পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় একটি মামলায় ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের ঝিনাইদহ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ২৫ পিচ ইয়াবা সহ ৩ জন মাদক কারবারী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২৫ পিচ ইয়াবা সহ ৩ মাদক কারবারী আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

শনিবার দুপরে মুজিবনগর উপজেলার ঢোলমারী গ্রামের হরেনের বটতলা সংলগ্ন টুইস মন্ডলের লিচু বাগানের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃত ব্যাক্তিরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান মোল্লাপাড়ার আব্দুল রব এর ছেলে ফরহাদ শেখ(২২), আনন্দ মিয়ার ছেলে আপন(২১) ও একই গ্রামের ফারুক শেখ এর ছেলে রাশেদ শেখ(৩৫)।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম বলেন,আটককৃত ব্যাক্তিরা মাদক সেবন এবং বিক্রির উদ্যেশে হরেনের বটতলা নামক স্থানে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার

এসআই তাওহীদ সহ পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীন সময়ে তাদের টুইস মন্ডলের লিচু বাগানের তলে দেখতে পেলে তাদের আটক করে। পরে তাদের তল্লাশী করে ২৫ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

তাদের নামে মুজিবনগর থানায় মাদক নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরন করা হবে বলে তিনি জানান।

মুজিবনগরে ডিবি’র অভিযানে ১০ বোতল ভারতীয় মদসহ আটক ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ভারতীয় মদসহ শফিকুল
(৩৩) নামের একজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের দিকে মুজিবনগর থানাধীন সোনাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক শফিকুল সোনাপুর মাঝেরপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং তিনি আইয়ুব আলীর ছেলে।

ডিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে শফিকুলকে আটক করা হয়।

অভিযানের সময় শফিকুলের হেফাজত থেকে ১০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ২০ হাজার টাকা। পরবর্তীতে আটক শফিকুল ও জব্দকৃত আলামতসহ তাকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়।

এবিষয়ে মেহেরপুর ডিবি ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় মোবাইল কোর্টের অভিযানে নেশাগ্রস্ত যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার জাফরপুর মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মোটরসাইকেল চালানোর দায়ে এক যুবককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এসময় তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য গাঁজা জব্দ করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকের নাম মান্নান (১৮)। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামের লাল্টুর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বুধবার জাফরপুর মোড়ে নিয়মিত তদারকির সময় একটি মোটরসাইকেলের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে চালককে থামানো হয়। পরে পরীক্ষা করে দেখা যায়, চালক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। তল্লাশির একপর্যায়ে তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন, জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (গোপনীয় শাখা, স্থানীয় সরকার শাখা, মিডিয়া সেল) আব্দুল্লাহ আল নাঈম।

তিনি জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দোষ প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডপ্রাপ্ত মোটরসাইকেল চালককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, জননিরাপত্তায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাড়াবাড়ীয়াতে হামলার ঘটনায়

মামলা, আটক ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে জমি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হামলার ঘটনায় ১৩ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে দুই আসামি হাফিজুল ইসলাম ও সাব্বির হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন, মো. আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে মো. শিহাব রেজা (৩৮), মো. বাবলু হোসেনের ছেলে মো. বাদল রানা, (৩৪), মৃত সাজদার আলীর ছেলে মো. পিতলা হোসেন (৪৫), উজুর ছেলে সাইফুল, আজাদ মিয়ার ছেলে মোঃ জুয়েল রানা, মোঃ মোস্তফার ছেলে মোঃ রাজু হোসেন, হাফিজুল ইসলাম, মোঃ কিবরিয়া, মোঃ মোস্তফা, মৃত রবকুল হোসেনের ছেলে মোঃ আব্দুল কুদ্দুস ও মোঃ বাবলু হোসেন, মোঃ সাহেব আলীর ছেলে মোঃ সাব্বির হোসেন, মোঃ জালাল উদ্দিন।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার জমি সংক্রান্ত একটি দেওয়ানি মামলা বর্তমানে আদালতে চলমান রয়েছে। ওই বিরোধের জের ধরে ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ দুপুর আনুমানিক ১২টা ৫০ মিনিটে গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে ভুক্তভোগী ভসিগাউর রহমানের (৪৭) গম ও লাউয়ের ক্ষেতে সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালায় আসামিরা।

অভিযোগ অনুযায়ী, তারা লাঠি, লোহার রড, হাসুয়া, কাটারি দা, কাঠের বাটাম ও ট্রাক্টর নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে ফসল নষ্ট করে চাষ দিতে শুরু করে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন জিয়াউর রহমান, চঞ্চল, মো. জামির হোসেন ও মো. মহিরুল ইসলাম। তখন আসামি মো. শিহাব সবাইকে হত্যার নির্দেশ দেয় এবং নিজ হাতে থাকা কাটারি দা দিয়ে জিয়াউর রহমানের পেটে আঘাত করলে গুরুতর জখম হয় এবং ভুঁড়ি বেরিয়ে আসে।

এছাড়াও চঞ্চল গুরুতরভাবে আহত হন, মো. জামির হোসেনের হাতের আঙুল কেটে যায়, মো. মহিরুল ইসলামের ডান হাতের কনুইয়ের ওপরে গুরুতর আঘাত লাগে, অন্যান্যদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারধর করা হয়।

আসামিরা আনুমানিক ১০ কাঠা জমির গম ও ১ বিঘা জমির লাউ ক্ষেত ট্রাক্টর দিয়ে চাষ দিয়ে নষ্ট করে দেয়, যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে জমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় চারজন গুরুতর আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের মধ্যে জিয়ারুল ও চঞ্চলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আলোচিত গৃহবধূ হত্যার ঘটনায় আটক ৩

মেহেরপুর শহরে চাঞ্চল্যকর গৃহবধূ টগর খাতুন হত্যার ঘটনায় সরাসরি জড়িত তিন শিশুকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় হত্যার ব্যবহৃত বস্তা, রশি ও নিহত টগর খাতুন এর গহনা ও গহনা বিক্রির টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

হত্যার সাথে জড়িত আটকৃতরা হলেন শহরের কাশ্যবপাড়ার আনারুলের ছেলে নাসিম হায়দার শীতল (১৭) একই এলাকার রসুল ঘরামির ছেলে নাজমুল হাসান তানভীর (১৭) ও সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে আসিব হোসেন ওমর (১৫)।

পুলিশ বলছে হত্যাকারী শীতলের কাছে পাওনা ৩০ হাজার টাকা চাইলে শীতল টাকা ফেরত না দিয়ে প্রতিবেশী ভাবী টগর খাতুন কে নিজ বাসায় ডেকে এনে হত্যা করে লাশ গুম করে।

গত ৬ জানুয়ারি বিকালে ক্যাশব পাড়ার পরিত্যক্ত একটি জমি থেকে টগর খাতুন নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত টগর খাতুন গত ৩০ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। পরে সদর থানায় একটি সাধারন ডাইরি করেন তার পরিবার।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির হত্যার ঘটনায় তিনজন কে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত ৩০ ডিসেম্বর রাতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শীতল তার বন্ধু অমর কে দিয়ে প্রতিবেশী ভাবি টগর খাতুন কে নিজ বাসায় ডেকে নিয়ে আসেন।

এসময় আগে থেকেই আরেক বন্ধু তানভীর শীতলের বাসভবনে অবস্থান করে। টগর বাসায় প্রবেশ করলে শীতল ও তানভীর একটি রশি দিয়ে টগর খাতুনের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে।

পরে লাশ গুম করার জন্য প্লাস্টিকের বস্তায় নিহত টগরকে ভরে বাসার ছাদে নিয়ে গিয়ে পাশের পরিত্যক্ত জমিতে ছাদ থেকে ফেলে দেয়। হত্যার পর শীতল ও তানভীর নিহত টগর খাতুনের শরীরে থাকা গহনা খুলে শহরের স্বর্ণপট্রিতে একটা দোকানে দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি করে।

ঘটনার দিন বিকেলে স্থানীয়রা একটি লাশ পড়ে থাকে দেখে পুলিশ কে খবর দিলে সদর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মর্গে প্রেরণ করে।

ঘটনার পর নিহত টগর খাতুনের স্বামী সেন্টু হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত নামা কয়েকজন কে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত ভার গ্রহণ করেন থানার ওসি হুমায়ুন কবীর। পুলিশের একাধিক টিম তদন্ত শুরু করেন এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় বৃহস্পতিবার রাতে শীতল, তানভীর ও ওমর কে আটক করে কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করলে হত্যার কথা স্বীকার করেন।

পরে পুলিশ আটক আসামিদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণালংকার, লাশ গুমের বস্তা, রশি ও স্বর্ণলঙ্কার বিক্রি নগদ টাকা উদ্ধার করেন।

আজ শুক্রবার বিকাল চারটার দিকে আটক আসামিদের মেহেরপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী নিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন বলে ওসি নিশ্চিত করেন।